



146190 - যবে নারীর নফিসজনতি স্ৰাব নয়মাস অব্যাহত ছিল এবং এ সময়ে তিনি নামায পড়েননি

প্রশ্ন

আমার এক বান্ধবীর নফিসজনতি স্ৰাব নয় মাস অব্যাহত ছিল। এ সময়কালে সে কদাচিৎ নামায আদায় করেছে। এখন তিনি কী করবেন? যদি আমরা বলি যে, নফিসের সর্বোচ্চ সময় ৬০ দিন তাহলে তাও তাকে ছয় মাসের নামায কাযা পড়তে হবে। এখন সে কভাবে কাযা পড়বে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইতিপূর্ববে 104589 নং প্রশ্নোত্তরে নফিসের সর্বাধিক সময়সীমার ব্যাপারে আলমেদরে মতভেদে এবং অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে নফিসের সর্বোচ্চ সময়সীমা ৪০ দিন; সটো উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই:

এ সময়কাল অতবাহতি হওয়ার পর যে রক্তস্রাব নরিগত হয় যদি সটো হায়ে হওয়ার দিনগুলোতে নরিগত হয় তাহলে সটো হায়েয়ের রক্ত; সুতরাং এ সময়ে সে নারী নামায পড়বেন না, রোযা রাখবেন না এবং তার স্বামী তার সাথে ঘনিষ্ঠ হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হায়েয়ের অভ্যাসগত সময় শেষ হয়। যতবে সবসময় ঘটে থাকে। আর যদি হায়েয়ের সময় ব্যতীত অন্য সময় এ রক্তস্রাব নরিগত হয় তাহলে এটা ইস্তহিয়ার রক্ত। ইস্তহিয়াগ্রস্ত নারী: রোযা রাখবেন ও নামায পড়বেন এবং তার স্বামী তার সাথে সহবাসও করতে পারবে। তবে, তার উপর অবির্য হল-- প্রত্যেকে ফরয নামাযের ওয়াক্ত প্রবশে করার পর ওয়ু করা এবং সে ওয়ু দিয়ে যা খুশি নফল নামাযও আদায় করা।

আরও জানতে দেখুন: [106464](#) নং প্রশ্নোত্তর।

তনি:

যদি ইস্তহিয়াগ্রস্ত নারী অজ্ঞেতাবশতঃ নামায বর্জন করেন তাহলে কাযা পালন করা তার উপর আবশ্যিক কনি-- এ ব্যাপারে আলমেদরে দুটো অভিমত রয়েছে।



১। কাযা পালন করা তার উপর অনবির্য়।

২। কাযা পালন করা তার উপর অনবির্য় নয়। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার নরিবাচতি অভিমিত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলনে: "যদি ইস্তহিয়াগ্রস্ত নারী এ বশি়াস থেকে কিছুকাল নামায আদায় না করে যে, তার উপর নামায ফরয নয় তাহলে তার ব্যাপারে দুটো অভিমিত রয়েছে: এক, তাকে কোন নামায পুনরায় পড়তে হবে না। যমেনটি ইমাম মালকে ও অন্যান্য আলমে থেকে বর্ণতি আছে। কেননা ইস্তহিয়াগ্রস্ত যে নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন যে, 'আমি তীব্র ও জটিল ইস্তহিয়াগ্রস্ত হয়েছি; যা আমাকে নামায ও রযো থেকে বরিত রেখেছে।' তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ভবিষ্যতে তার উপর কি ওয়াজবি সে নরিদশে দিয়েছেন। অতীতরে নামাযগুলো কাযা করার ব্যাপারে কোন আদশে দনেনি।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/১০২)]

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলনে: "উত্তম হচ্ছে-- প্রথম দনিগুলোতে যে নামাযগুলো ত্যাগ করেছে সেগুলোর কাযা পড়া। যদি না পড়নে তাতও কোন অসুবধি নহে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তহিয়াগ্রস্ত নারীকে সে নরিদশে দনেনি; যে নারী বলছিলেন যে, তিনি তীব্র ইস্তহিয়ার শকার হচ্ছেনে এবং নামায বর্জন করছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছয়দনি বা সাতদনি হয়যে গণনা করার এবং মাসরে অবশিষ্ট দনিগুলোতে নামায পড়ার নরিদশে দিয়েছেন। তিনি যে নামাযগুলো বর্জন করছিলেন সেগুলোর কাযা পড়ার নরিদশে দনেনি। কনিতু তিনি যদি সেগুলোরও কাযা পালন করনে তাহলে সটো ভাল। কেননা হতে পারে তার পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসে করার ক্ষত্রে অবহলো ঘটছে। আর যদি সে নামাযগুলোর কাযা পালন না করে সক্ষেত্রেও কোন অসুবধি নহে।"[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১১/২৭৬) থেকে সমাপ্ত]

আপনার বান্ধবীর ক্ষত্রে সতর্কতা রক্ষামূলক অভিমিত হচ্ছে-- তার যে নামাযগুলো ছুটে গেছে তিনি তার সাধ্যানুযায়ী সেগুলোর কাযা পালন করবনে। এ সময়কালে যে নামাযগুলো তার ছুটে গেছে সেগুলো থেকে প্রতিদিনি যতটুকু পারনে তিনি কাযা পালন করবনে। কেননা এ দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসে না করে নামায বর্জন করায় প্রশ্ন করার ক্ষত্রে তার অবহলো পরলিক্ষতি হয়; যে সময়কালে সাধারণত নামায বর্জন করা হয় না। তাছাড়া সে মাঝে মাঝে নামায আদায় করত। এটি প্রমাণ করে যে, হয়তো সে জানত যে, তার উচতি নামায পড়া।

আরও জানতে দেখুন: 31803 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।